



দশটি টেলিভিশনের টক-শো গেষ্ট নির্বাচন পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণকাল : মে ২০২৬



টেলিভিশন টক-শো অতিথি নির্বাচন পর্যবেক্ষণ (মে ২০২৬)

বাংলাদেশ মিডিয়া মনিটর ২০২৬ সালের মে মাসে দেশের দশটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের টক-শো অনুষ্ঠান এবং সেখানে আমন্ত্রিত অতিথিদের অংশগ্রহণের ধারা নিয়ে একটি বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে। মে ২০২৬-এর ডাটা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, **১০টি গুরুত্বপূর্ণ চ্যানেল** (চ্যানেল আই, একাত্তর টিভি, এখন টিভি, এসএটিভি, আরটিভি, যমুনা টিভি এবং নিউজ ২৪, সময় টিভি, স্টার নিউজ এবং চ্যানেল ২৪) অর্থাৎ মোট ১০টি ভিন্ন প্ল্যাটফর্মের সম্প্রচারিত টক-শোগুলোতে সরকারের সাফল্য-ব্যর্থতা এবং জুলাই সনদের কাঠামোগত বাস্তবায়ন নিয়ে গভীর নীতিনির্ধারণী আলোচনা পরিলক্ষিত হয়েছে। মে ২০২৬-এ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রায় ১০০ দিন বা তিন মাস পূর্তিতে এ সমস্ত আলোচনা হয়ে উঠেছে তথ্যবহুল ও বিশ্লেষণাত্মক। নির্ধারিত সময়সীমায় সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক ইস্যুভিত্তিক আলোচনায় নির্দিষ্ট কয়েকজন বিশ্লেষক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদ বিভিন্ন চ্যানেলে নিয়মিতভাবে উপস্থিত ছিলেন, যা গণমাধ্যমে আলোচক নির্বাচনের একটি বিশেষ প্রবণতাকে নির্দেশ করে।

আলোচকদের পরিসংখ্যানগত ও গুণগত বিশ্লেষণ

মে ২০২৬-এর টক শোগুলোতে আলোচকদের উপস্থিতির সংখ্যা এবং তাদের পেশাগত পরিচয়ের ভিত্তিতে একটি বিস্তারিত চিত্র নিচে দেওয়া হলো। এই ডাটাগুলো নির্দেশ করে যে, কোন পেশার বা কোন আদর্শের মানুষেরা বর্তমান বাংলাদেশের নীতিনির্ধারণী আলোচনায় বেশি প্রভাব ফেলছেন।

মে ২০২৬-এর শীর্ষ ১০ ব্যস্ততম টক শো আলোচক

১. গোলাম মাওলা রনি (মোট উপস্থিতি: ১২ বার)

- **পরিচয়:** সাবেক সংসদ সদস্য ও বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক।
- **চ্যানেলভিত্তিক উপস্থিতি:** নিউজ ২৪ (৪ বার), সময় টিভি (৪ বার), আরটিভি (২ বার), এখন টিভি (১ বার), চ্যানেল ২৪ (১ বার)।
- **প্রধান আলোচিত বিষয়সমূহ:** ক্ষমতার চেয়ার, সরকারের ১০০ দিন, জুলাই সনদ বিতর্ক, রাষ্ট্র গঠনের চ্যালেঞ্জ ও মাঠের রাজনীতি।

২. সোহরাব হাসান (মোট উপস্থিতি: ৯ বার)

- **পরিচয়:** জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক এবং সম্পাদক, চরচা ডটকম।
- **চ্যানেলভিত্তিক উপস্থিতি:** এসএটিভি (২ বার), আরটিভি (২ বার), এখন টিভি (২ বার), চ্যানেল আই (১ বার), স্টার নিউজ (১ বার), চ্যানেল ২৪ (১ বার)।
- **প্রধান আলোচিত বিষয়সমূহ:** জননিরাপত্তা, আইনের শাসন, শিশু অধিকার ও বাজেট পূর্বাভাস।

৩. সারোয়ার তুষার (মোট উপস্থিতি: ৮ বার)

- **পরিচয়:** যুগ্ম আহ্বায়ক, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।
- **চ্যানেলভিত্তিক উপস্থিতি:** চ্যানেল আই (২ বার), এসএটিভি (২ বার), যমুনা টিভি (২ বার), নিউজ ২৪ (১ বার), স্টার নিউজ (১ বার)।
- **প্রধান আলোচিত বিষয়সমূহ:** শাপলা চত্বরের ঘটনা, জুলাই সনদ ও গণভোট, সরকারের ১০০ দিন এবং দ্বিপাক্ষিক কূটনীতি।

৪. ড. আসাদুজ্জামান রিপন (মোট উপস্থিতি: ৮ বার)

- **পরিচয়:** ভাইস-চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)।
- **চ্যানেলভিত্তিক উপস্থিতি:** আরটিভি (২ বার), এসএটিভি (২ বার), চ্যানেল ২৪ (২ বার), স্টার নিউজ (১ বার), চ্যানেল ২৪ (১ বার)।

- **প্রধান আলোচিত বিষয়সমূহ:** নতুন সরকারের ৩ মাস, জুলাই সনদ ও গণভোট, ভূরাজনীতি ও নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা।

৫. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান (মোট উপস্থিতি: ৭ বার)

- **পরিচয়:** কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।
- **চ্যানেলভিত্তিক উপস্থিতি:** এসএটিভি (২ বার), আরটিভি (২ বার), যমুনা টিভি (১ বার), স্টার নিউজ (১ বার), একাত্তর টিভি (১ বার)।
- **প্রধান আলোচিত বিষয়সমূহ:** বাকস্বাধীনতা, মানবিকতা ও নিরাপত্তা, স্থানীয় নির্বাচন।

৬. মাহবুব আজিজ (মোট উপস্থিতি: ৭ বার)

- **পরিচয়:** সিনিয়র সাংবাদিক ও কলামিস্ট।
- **চ্যানেলভিত্তিক উপস্থিতি:** নিউজ ২৪ (৪ বার), স্টার নিউজ (২ বার), সময় টিভি (১ বার)।
- **প্রধান আলোচিত বিষয়সমূহ:** বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস, জোটের রাজনীতির ভবিষ্যৎ, বাজেট ও চাঁদাবাজি প্রতিরোধ।

৭. কামরুজ্জামান রতন (মোট উপস্থিতি: ৭ বার)

- **পরিচয়:** সংসদ সদস্য এবং সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক, বিএনপি।
- **চ্যানেলভিত্তিক উপস্থিতি:** এসএটিভি (২ বার), চ্যানেল আই (১ বার), একাত্তর টিভি (১ বার), এখন টিভি (১ বার), স্টার নিউজ (১ বার), নিউজ ২৪ (১ বার)।
- **প্রধান আলোচিত বিষয়সমূহ:** রাজনীতির গতিপ্রকৃতি, দলীয় আনুগত্য বনাম প্রশাসন এবং সংসদীয় ভূমিকা।

৮. নিলোফার চৌধুরী মনি (মোট উপস্থিতি: ৭ বার)

- **পরিচয়:** সাবেক সংসদ সদস্য (সংরক্ষিত আসন), বিএনপি।
- **চ্যানেলভিত্তিক উপস্থিতি:** একাত্তর টিভি (৩ বার), যমুনা টিভি (২ বার), স্টার নিউজ (১ বার), চ্যানেল ২৪ (১ বার)।
- **প্রধান আলোচিত বিষয়সমূহ:** সমসাময়িক রাজনীতি, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও সংবিধান সংশোধন।

৯. অ্যাডভোকেট হুমায়রা নূর (মোট উপস্থিতি: ৬ বার)

- **পরিচয়:** যুগ্ম সদস্য সচিব, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।
- **চ্যানেলভিত্তিক উপস্থিতি:** যমুনা টিভি (২ বার), চ্যানেল আই (১ বার), একাত্তর টিভি (১ বার), সময় টিভি (১ বার), নিউজ ২৪ (১ বার)।
- **প্রধান আলোচিত বিষয়সমূহ:** রাজনৈতিক সংস্কার, হাম সংক্রমণ ও সরকারি খেসারত, এবং নারী অধিকার।

১০. মনিরা শারমিন (মোট উপস্থিতি: ৬ বার)

- **পরিচয়:** যুগ্ম আহ্বায়ক, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) / জাতীয় নারীশক্তি।
- **চ্যানেলভিত্তিক উপস্থিতি:** একাত্তর টিভি (১ বার), এখন টিভি (১ বার), এসএটিভি (১ বার), যমুনা টিভি (১ বার), সময় টিভি (১ বার), স্টার নিউজ (১ বার)।
- **প্রধান আলোচিত বিষয়সমূহ:** শিশু নির্যাতন, স্থানীয় সরকার নির্বাচন ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি।

আলোচকদের উপস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তালিকার শীর্ষে থাকা সাবেক সংসদ সদস্য গোলাম মাওলা রনি নীতিনির্ধারণী স্তরের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে, বিএনপি নেত্রী নিলোফার চৌধুরী মনি নতুন ক্ষমতাসীন দল হিসেবে বিএনপির রাজনৈতিক দর্শন এবং রাষ্ট্র সংস্কারে দলীয় অঙ্গীকারের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। নতুন রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা ‘জাতীয় নাগরিক পার্টি’ (এনসিপি)-এর সারোয়ার তুষার এবং অ্যাডভোকেট হুমায়রা নূর জুলাই বিপ্লবের চেতনা ও জুলাই সনদের সঠিক বাস্তবায়নে সরকারের ওপর নাগরিক

নজরদারি নিশ্চিত করার বিষয়ে সোচ্চার ছিলেন। সোহরাব হাসানের মতো প্রবীণ সাংবাদিকদের উপস্থিতি রাষ্ট্রীয় সুশাসনের ঘাটতি এবং সাধারণ মানুষের নাগরিক অধিকারের বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার সুযোগ তৈরি করেছে।

চ্যানেল-ভিত্তিক বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও আলোচকদের ভূমিকা

প্রতিটি টেলিভিশন চ্যানেলের নিজস্ব সম্পাদকীয় নীতি এবং আলোচক নির্বাচনের ধরন বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, চ্যানেলগুলো নির্দিষ্ট কিছু ইস্যুকে প্রাধান্য দিয়ে এপ্রিলের আলোচনাগুলো সাজিয়েছে। মে ২০২৬ মাসে প্রচারিত ১০টি আলাদা আলাদা চ্যানেলের টক শোগুলো এবং সেখানে আমন্ত্রিত অতিথি ও সঞ্চালকদের পরিসংখ্যান নিচে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হলো :

১. চ্যানেল আই (To The Point)

চ্যানেল আই-এর টক শো 'টু দ্য পয়েন্ট' মে মাসে মোট ২০টি পর্ব সম্প্রচার করেছে। শো-টি মূলত সুশাসন ও অর্থনৈতিক সংস্কারের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে।

- **উপস্থাপক পরিসংখ্যান:** তারিকুল ইসলাম মাসুম ১০টি, সামান্তা ইসলাম ৬টি, রিজভী নেওয়াজ ৩টি এবং সমির হোসেন ১টি পর্ব পরিচালনা করেছেন।
- **অতিথি ও উপস্থিতি সারণি:**

আমন্ত্রিত অতিথি	পেশাগত পরিচয়	উপস্থিতি সংখ্যা	প্রধান ভূমিকা ও আলোচিত এজেন্ডা
সারোয়ার তুষার	যুগ্ম আত্মায়ক, এনসিপি	২ বার	৫ মে "ফিরে দেখা শাপলা চত্বর হত্যাকাণ্ড" এবং ১৩ মে "হিসাব-নিকাশের উত্তর" পর্বে নীতিনির্ধারণী সংস্কারের দাবি জানান।
কর্নেল (অব.) কাজী শরিফ উদ্দিন	নিরাপত্তা ও রাজনীতি বিশ্লেষক	২ বার	১২ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি এবং ১৬ মে ভূমি ব্যবস্থাপনা ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেন।
সৈয়দ নাসির	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এক্সক্লুসিভ ক্যান লি.	২ বার	ব্যবসায়ীদের স্বার্থে রাজনীতি ও সরকারের ১০০ দিনের প্রভাব বিশ্লেষণ করেন।

এ কে এম মনজুরুল ইসলাম	নির্বাহী সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রতিদিন	২ বার	প্রতারণা, জালিয়াতি প্রতিরোধ এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রশাসনের ভূমিকা মূল্যায়ন করেন।
-----------------------	-------------------------------------	-------	--

২. একাত্তর টিভি (একাত্তর জার্নাল)

একাত্তর টিভির ‘একাত্তর জার্নাল’ মে মাসে মোট ৩১টি পর্বের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ঘটনা বিশ্লেষণ করেছে।

- **উপস্থাপক পরিসংখ্যান:** নারী উপস্থাপক তানিয়া রহমান ১৬টি এবং রাকিব হাসান ১৫টি অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেছেন।
- **অতিথি ও উপস্থিতি সারণি:**

আমন্ত্রিত অতিথি	পেশাগত পরিচয়	উপস্থিতি সংখ্যা	প্রধান ভূমিকা ও আলোচিত এজেন্ডা
সত্যজিৎ চক্রবর্তী	একাত্তর টিভির প্রতিনিধি/সাংবাদিক	৩ বার	পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল এবং বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ওপর এর প্রভাব নিয়ে কথা বলেন।
নিলোফার চৌধুরী মনি	সাবেক সংসদ সদস্য, বিএনপি	৩ বার	প্রধানমন্ত্রীর সিলেট সফর, জুলাই সনদ, স্বাস্থ্য সংকট ও সংবিধান সংশোধন নিয়ে সরকারের কার্যক্রম পর্যালোচনা করেন।
রাসেদ খান	কেন্দ্রীয় নেতা, বিএনপি	২ বার	জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি এবং সমসাময়িক আন্তর্জাতিক ভূরাজনীতি পর্যালোচনা করেন।
অন্যান্য (ড. মোস্তাক হোসেন, মোস্তফা মামুন, অ্যাডভোকেট হুমায়রা	বিশ্লেষক ও সাংবাদিক	২ বার করে	দৈনিক আগামীর সময়ের যাত্রা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও

--	--	--	--

৩. এখন টিভি (এখন প্রকাশ)

এখন টিভির ‘এখন প্রকাশ’ শো-টি মে মাসে মোট ২৩টি পর্ব সম্প্রচার করেছে, যেখানে মূলত বাজেট ও কোরবানির অর্থনীতি প্রাধান্য পেয়েছে।

- **উপস্থাপক পরিসংখ্যান:** তোফায়েল আহম্মাদ ৭টি, মোস্তফা কামাল স্বপন ৭টি, জামাল মন্ডল ৪টি, আসাদুজ্জামান এজি ৩টি, তুষার আবদুল্লাহ ১টি, এবং ডা. সাদিয়া সুলতানা ১টি পর্ব পরিচালনা করেন।
- **অতিথি ও উপস্থিতি সারণি:**

আমন্ত্রিত অতিথি	পেশাগত পরিচয়	উপস্থিতি সংখ্যা	প্রধান ভূমিকা ও আলোচিত এজেন্ডা
সোহরাব হাসান	সম্পাদক, চর্চা ডটকম	২ বার	১০ মে "হাম সংক্রমণে দায় কার?" এবং ২৭ মে সুশাসন ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা নিয়ে আলোচনা করেন।
হাসান মামুন	সিনিয়র সাংবাদিক ও কলামিস্ট	২ বার	১৪ মে বাজেট পূর্বাভাস এবং ২৯ মে কোরবানির পশু আমদানির অর্থনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণ করেন।
মনিরা শারমিন	যুগ্ম আস্থায়ক, এনসিপি	১ বার	১ মে "উষ্ণ সংসদ" পর্বে অভ্যুত্থান-পরবর্তী সংসদীয় সংস্কৃতির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

৪. এসএটিভি (SATV)

এসএটিভি মে মাসে ১৯টি টক শো সম্প্রচার করেছে, যেখানে রাজনৈতিক টানাপোড়েন ও জুলাই সনদের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

- **উপস্থাপক পরিসংখ্যান:** জাহিদুর রহমান খান মে মাসে এককভাবে ১৯টি পর্বের সবকটি সঞ্চালনা করেছেন।
- **অতিথি ও উপস্থিতি সারণি:**

আমন্ত্রিত অতিথি	পেশাগত পরিচয়	উপস্থিতি সংখ্যা	প্রধান ভূমিকা ও আলোচিত এজেন্ডা
ড. এস এম আসাদুজ্জামান রিপন	ভাইস-চেয়ারম্যান, বিএনপি	২ বার	১ মে জুলাই সনদ ও গণভোট এবং ২১ মে রাজনীতিতে টানাপোড়েন নিয়ে কথা বলেন।
সারোয়ার তুষার	যুগ্ম আহ্বায়ক, এনসিপি	২ বার	জুলাই সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এবং সমসাময়িক রাজনীতির গতিপথ পর্যবেক্ষণ করেন।
ড. আব্দুল মান্নান	সদস্য, কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা, জামায়াতে ইসলামী	২ বার	৪ মে বাকস্বাধীনতা এবং ২২ মে মানবিক অধিকার ও নাগরিক নিরাপত্তা নিয়ে স্কেভ জানান।
কামরুজ্জামান রতন	সংসদ সদস্য, বিএনপি	২ বার	সংসদীয় রাজনীতিতে মতবিরোধ ও নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতির উত্থান নিয়ে কথা বলেন।
শরিফুজ্জামান শরিফ	রাজনৈতিক বিশ্লেষক	২ বার	দেশের সামগ্রিক জননিরাপত্তা এবং বিএনপি সরকারের ৩ মাসের সাফল্য ও ব্যর্থতা মূল্যায়ন করেন।
সোহরাব হাসান	সম্পাদক, চর্চা ডটকম	২ বার	আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং নিরাপত্তা বাহিনীর কাঠামোগত সংস্কারের ওপর জোর দেন।
ডা. মোস্তাফিজুর রহমান ইরান	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ লেবার পার্টি	২ বার	জুলাই সনদ বাস্তবায়নের বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দোলাচল নিয়ে বক্তব্য দেন।

৫. আরটিভি (Road to Democracy)

আরটিভি-র টক শো 'রোড টু ডেমোক্রেসি' মে মাসে মোট ১২টি পর্ব সম্প্রচার করেছে, যা ছিল মূলত নতুন সরকারের সাফল্য-ব্যর্থতা মূল্যায়ন।

- **উপস্থাপক পরিসংখ্যান:** ড. তৌহিদুল হক ৫টি, ড. সাইফুল হক ৪টি এবং ইলিয়াস হোসেন ৩টি পর্ব সঞ্চালনা করেছেন।
- **অতিথি ও উপস্থিতি সারণি:**

আমন্ত্রিত অতিথি	পেশাগত পরিচয়	উপস্থিতি সংখ্যা	প্রধান ভূমিকা ও আলোচিত এজেন্ডা
ড. আসাদুজ্জামান রিপন	ভাইস-চেয়ারম্যান, বিএনপি	২ বার	২ মে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের নেপথ্য শক্তি এবং ১৭ মে বিএনপি সরকারের ৩ মাসের অর্জন মূল্যায়ন করেন।
ড. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান	কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য, জামায়াতে ইসলামী	২ বার	স্থানীয় নির্বাচন আয়োজন ও রাজনৈতিক দলগুলোর প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করেন।
সোহরাব হাসান	সম্পাদক, চর্চা ডটকম	২ বার	২২ মে শিশু রামিসা ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের বিচার নিশ্চিতকরণ এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতির অবসান চান।

৬. যমুনা টিভি

যমুনা টিভির টক শোগুলো মে মাসে মোট ১৮টি পর্বের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে।

- **উপস্থাপক পরিসংখ্যান:** রাসেল আহমেদ ৮টি, মাহফুজ মিশু ৫টি, আখলাকুস সাফা ৫টি এবং তৌহিদ হুসেইন ১টি অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন।
- **অতিথি ও উপস্থিতি সারণি:**

আমন্ত্রিত অতিথি	পেশাগত পরিচয়	উপস্থিতি সংখ্যা	প্রধান ভূমিকা ও
-----------------	---------------	-----------------	-----------------

			আলোচিত এজেন্ডা
অ্যাডভোকেট ফাহিমা নাসরিন মুন্নি	বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্য	২ বার	১০ মে রাজনৈতিক পরিচ্ছন্নতা এবং ১৮ মে ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের আইনি রূপরেখা নিয়ে কথা বলেন।
অ্যাডভোকেট হুমায়রা নূর	যুগ্ম সদস্য সচিব, এনসিপি	২ বার	রাজনৈতিক কলুষতা ও হাম সংক্রমণে সরকারের অবহেলাজনিত খেসারত নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।
শরিফুজ্জামান শরীফ	সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন	২ বার	দ্বিপাক্ষিক অসম চুক্তি এবং সড়কে রক্তের দাগ (সড়ক দুর্ঘটনা বৃদ্ধি) নিয়ে উদ্বেগ জানান।
সারোয়ার তুষার	যুগ্ম আহ্বায়ক, এনসিপি	২ বার	সীমান্ত হত্যা, কাঁটাতারের কূটনীতি এবং ঈদযাত্রার জনভোগান্তি নিয়ে কথা বলেন।
নিলোফার চৌধুরী মনি	বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্য	২ বার	নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার উত্তরণ ও ঈদ আনন্দ উৎসব নিয়ে আলোচনা করেন।

৭. নিউজ ২৪ (News 24)

নিউজ ২৪ মে মাসে মোট ২৬টি টক শো সম্প্রচার করেছে, যেখানে রাজনৈতিক সংস্কার নিয়ে কথা হয়েছে।

- **উপস্থাপক পরিসংখ্যান:** নারী উপস্থাপক ফারনাজ জুঁই এককভাবে ২৬টি পর্বের সবকটি সঞ্চালনা করেছেন।
- **অতিথি ও উপস্থিতি সারণি:**

আমন্ত্রিত অতিথি	পেশাগত পরিচয়	উপস্থিতি সংখ্যা	প্রধান ভূমিকা ও আলোচিত এজেন্ডা
গোলাম মাওলা রনি	সাবেক সংসদ সদস্য ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক	৪ বার	জুলাই সনদ বাস্তবায়ন কি কোনো আপস ছিল কিনা এবং রাজনৈতিক সংস্কার নিয়ে বিশ্লেষণ করেন।
মাহবুব আজিজ	সিনিয়র সাংবাদিক	৪ বার	বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস, জোটের রাজনীতি ও হামে শিশু মৃত্যুর খতিয়ান তুলে ধরেন।
ডাক্তার আব্দুন নূর তুষার	গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ও বিশ্লেষক	৩ বার	সরকারের কিচেন ক্যাবিনেট এবং সুশাসনের অন্তরায়গুলো নিয়ে মতামত পেশ করেন।
ব্যারিস্টার ওমর ফারুক	সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী	৩ বার	আইন ও সংসদীয় রাজনীতি এবং সংবিধানে জুলাই সনদের অন্তর্ভুক্তির আইনি প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন।
অন্যান্য (আনিস আলমগীর, মাহবুব কামাল, এম এ আজিজ)	সিনিয়র সাংবাদিক ও সমাজ চিন্তক	২ বার করে	দলীয় অনুগত রাজনীতির বাইরে গিয়ে স্বাধীন সমাজ গঠনের ওপর দিকনির্দেশনা দেন।

৮. সময় টিভি (সম্পাদকীয়)

সময় টিভির গোলটেবিল বৈঠক ‘সম্পাদকীয়’ মে মাসে ৩০টি পর্বের মাধ্যমে জাতীয় সংকটের বিশ্লেষণ করেছে।

- **উপস্থাপক পরিসংখ্যান:** মুজতবা খন্দকার ১০টি, আফজাল হোসেন ৯টি, আহমেদ সালেহীন ৭টি, আশিক মাহমুদ ৩টি এবং শানারেই দেবী শানু ১টি পর্ব পরিচালনা করেছেন।

● অতিথি ও উপস্থিতি সারণি:

আমন্ত্রিত অতিথি	পেশাগত পরিচয়	উপস্থিতি সংখ্যা	প্রধান ভূমিকা ও আলোচিত এজেন্ডা
গোলাম মাওলা রনি	সাবেক সংসদ সদস্য ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক	৪ বার	ক্ষমতার চেয়ার রক্ষা, স্থানীয় নির্বাচনের ট্রাম্প কার্ড ও ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তির সাজা বিতর্ক নিয়ে কথা বলেন।
ডা. সাখাওয়াত হোসেন সায়মু	সাধারণ সম্পাদক, জি-নাইন	৩ বার	সরকারের ১০০ দিনের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির খতিয়ান এবং হারিয়ে যাওয়া নেতাদের ফেরা বিতর্ক নিয়ে আলোচনা করেন।
অন্যান্য (মাসুদ কামাল, এম এ আজিজ, ড. শিবির আহমদ ইত্যাদি)	সাংবাদিক, আইনজীবী ও শিক্ষক	২ বার করে	সংবিধানে উচ্চকক্ষ গঠন, আইনি অপপ্রয়োগ এবং ধর্ষণের শিকার নারীদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা নিয়ে কথা বলেন।

৯. স্টার নিউজ (কড়া আলাপ)

স্টার নিউজের ‘কড়া আলাপ’ মে মাসে সর্বোচ্চ ৩৩টি পর্ব সম্প্রচার করে দেশের অন্যতম ব্যস্ততম টক শো হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে।

- **উপস্থাপক পরিসংখ্যান:** ফারাবী হাফিজ ১৯টি, নারী উপস্থাপক শান্তা শারলিন ১৩টি এবং সিফাত শাহরিয়ার ১টি অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন।
- অতিথি ও উপস্থিতি সারণি:

আমন্ত্রিত অতিথি	পেশাগত পরিচয়	উপস্থিতি সংখ্যা	প্রধান ভূমিকা ও আলোচিত এজেন্ডা
ড. রাকিব আল হাসান	রাজনৈতিক বিশ্লেষক	৩ বার	সীমান্তে ভারতীয়

			আগ্রাসনের বুলেট, চাঁদাবাজি দমনের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব এবং রাজনীতিতে সহিংসতা প্রতিরোধ নিয়ে কথা বলেন।
তাহসিন রিয়াজ	যুগ্ম সদস্য সচিব, এনসিপি	২ বার	চব্বিশের অভ্যুত্থানের রেজিমের বদল বিতর্ক এবং তরুণদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পক্ষে আলোচনা করেন।
ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ	সাধারণ সম্পাদক, এবি পার্টি	২ বার	প্রথম সংসদীয় অধিবেশনের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি এবং আমলাতন্ত্রের দলীয় আনুগত্যের অবসান দাবি করেন।
অন্যান্য (হাসনাত কাইয়ুম, শামিম হায়দার পাটোয়ারী, ড. শিবির আহমেদ ইত্যাদি)	সংসদ সদস্য, আইনজীবী ও গবেষক	২ বার করে	জুলাই সনদের সাথে রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গীকার রক্ষা এবং বাজেট কাঠামো সংস্কার পর্যালোচনা করেন।

১০. চ্যানেল ২৪ (মুক্তকণ্ঠ মুক্তবাক)

চ্যানেল ২৪-এর ‘মুক্তকণ্ঠ মুক্তবাক’ মে মাসে মোট ২৯টি পর্ব সম্প্রচার করেছে।

- **উপস্থাপক পরিসংখ্যান:** প্রবীণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মাহমুদুর রহমান মান্না ১৮টি পর্ব সঞ্চালনা করেছেন। এছাড়া জান্নাতুন নাঈম ৩টি, মাকসুদ-উন-নবী ৩টি, রহমান রাশেদ ২টি, এবং জিনিয়া কবির সূচনা, তানভীর আহমেদ, আশেকীন প্রিন্স ও কামাল পারভেজ প্রত্যেকে ১টি করে পর্ব পরিচালনা করেছেন।
- **অতিথি ও উপস্থিতি সারণি:**

আমন্ত্রিত অতিথি	পেশাগত পরিচয়	উপস্থিতি সংখ্যা	প্রধান ভূমিকা ও আলোচিত এজেন্ডা
আবু আলম মো. শহিদ খান	সাবেক সচিব ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক	২ বার	পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন পরবর্তী প্রভাব এবং জনপ্রশাসন সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বিস্তারিত

			তুলে ধরেন।
ড. আসাদুজ্জামান রিপন	ডাইস চেয়ারম্যান, বিএনপি	২ বার	পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ঝড় ও ভারত- বাংলাদেশ সম্পর্কের প্রভাব এবং অক্ষরে অক্ষরে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের আইনি প্রতিরক্ষা দেন।
নূরুল কবীর	সম্পাদক, নিউ এইজ	১ বার	সাম্প্রতিক বাংলাদেশ

জেন্ডার রিপ্রেজেন্টেশন এবং উপস্থাপক সঞ্চালনার বিশ্লেষণ

টেলিভিশন টক শোগুলোতে জেন্ডার বা লিঙ্গভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের সমতা রক্ষা করা একটি অন্যতম গণতান্ত্রিক শর্ত হলেও মে ২০২৬-এর তথ্যে বৈষম্য ও পুরুষ আলোচকদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা গেছে।

নারী আলোচকদের পরিসংখ্যানগত ও গুণগত অবস্থান

সমগ্র পর্যবেক্ষণকালে হাতে গোনা কয়েকজন নারী আলোচক অত্যন্ত নিয়মিতভাবে বিভিন্ন চ্যানেলের আলোচনায় অংশ নিয়েছেন। শীর্ষ ও নিয়মিত আলোচকদের ডেটাবেজ বিশ্লেষণ করে মে মাসে উপস্থিত থাকা প্রধান নারী আলোচকদের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হলো:

ক্রমিক	নারী আলোচকের নাম	পেশাগত পরিচয় ও রাজনৈতিক দলীয় অধিভুক্তি	মোট উপস্থিতি	প্রধান চ্যানেল ও আলোচিত এজেন্ডা
১	নিলোফার চৌধুরী মনি	সাবেক সংসদ সদস্য, বিএনপি	৭ বার	একাত্তর টিভি যমুনা টিভি এবং সময় টিভিতে সমসাময়িক রাজনীতি ও সংবিধান সংশোধন নিয়ে জোরালো আলোচনা।
২	অ্যাডভোকেট হুমায়রা নূর	যুগ্ম সদস্য সচিব, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)	৬ বার	একাত্তর টিভি এবং যমুনা টিভিতে হা সংক্রমণ প্রতিরো ও তরুণ সমাজে রাজনৈতিক

				আকাঙ্ক্ষা।
৩	মনিরা শারমিন	যুগ্ম আহ্বায়ক, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)	৬ বার	এখন টিভি এবং সময় টিভিতে উহ সংসদ বিতর্ক ৭ সমসাময়িক রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি।
৪	অ্যাডভোকেট ফাহিমা নাসরিন মুন্নি	সাবেক সংসদ সদস্য ও সহ- আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক, বিএনপি	৪ বার	যমুনা টিভি এবং সময় টিভিতে আইনি সংস্কার ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ধর্ষণের সাজ বিতর্ক।
৫	মারদিয়া মমতাজ	রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশ্লেষক	২ বার	সময় টিভিতে সামাজিক ন্যায়বিচার, নারী অধিকার ৭ নাগরিক নিরাপত্তা সংস্কার।

মে মাসে সামগ্রিকভাবে উপস্থিত থাকা শীর্ষস্থানীয় অতিথিদের মধ্যে এই ৫ জন নারী আলোচকের বিপরীতে পুরুষ আলোচকদের উপস্থিতি ছিল কয়েক গুণ বেশি (প্রায় ৪০ জনেরও অধিক পুরুষ আলোচকের বহুমাত্রিক উপস্থিতি ডেটাবেজে পাওয়া গেছে)। এই বৈষম্য প্রমাণ করে যে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রচারমাধ্যমের মূল স্রোতে বিশেষজ্ঞদের মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে নারীদের কণ্ঠস্বর এখনো তুলনামূলকভাবে কম প্রতিফলিত হচ্ছে।

উপস্থাপক ও সঞ্চালকদের জেন্ডারভিত্তিক ও ব্যক্তিগত পরিসংখ্যান

আলোচকদের ক্ষেত্রে যেমন নারীদের প্রতিনিধিত্ব কম, তেমনই অনুষ্ঠান সঞ্চালনার ক্ষেত্রে নারী উপস্থাপকগণ কম অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় অংশ নিয়েছেন। মে মাসে প্রধান ১০টি চ্যানেলে প্রচারিত মোট ২৪১টি অনুষ্ঠানের ডেটাবেজ বিশ্লেষণ করে প্রাপ্ত লিঙ্গভিত্তিক উপস্থাপনা পরিসংখ্যান নিচে উপস্থাপন করা হলো :

সঞ্চালক	সঞ্চালিত অনুষ্ঠানের সংখ্যা	শতকরা হার (%)	প্রধান সঞ্চালক ও অবদান
নারী উপস্থাপক	৬৭টি	২৭.৮০%	ফারনাজ জুই (২৬টি), তানিয়া রহমান (১৬টি), এবং শান্তা শারলিন

			(১৩টি) অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেছেন।
পুরুষ উপস্থাপক	১৭৪টি	৭২.২০%	ফারাবী হাফিজ (১৯টি), জাহিদুর রহমান খান (১৯টি), এবং মাহমুদুর রহমান মান্না (১৮টি) অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন।
সর্বমোট	২৪১টি	১০০.০০%	মোট ২৪১টি অনুষ্ঠানের পূর্ণাঙ্গ সঞ্চালনা বিশ্লেষণ সম্ভব হয়েছে।

সামগ্রিক প্রবণতা ও নীতিনির্ধারণী ডিসকোর্স

মে ২০২৬ সালের টক শোগুলোর সামগ্রিক নীতিনির্ধারণী ডিসকোর্সে প্রধানত তিনটি ধারা অত্যন্ত প্রবল ছিল। প্রথমত, নবগঠিত বিএনপি সরকারের ১০০ দিন বা তিন মাস পূর্তির সাফল্য ও ব্যর্থতার বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন। দ্বিতীয়ত, সাংবিধানিক গণভোটের রায় অনুসারে সংবিধানে ‘জুলাই জাতীয় সনদ’-এর অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ ও ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আইনি বিতর্ক। তৃতীয়ত, মে মাসে সংঘটিত কয়েকটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর সামাজিক ও চিকিৎসাগত সংকট, যা টক শো-র মূল এজেন্ডা নির্ধারণ করেছে।

এর মধ্যে অন্যতম ছিল রাজধানীর পল্লবীতে আট বছরের শিশু রামিসা আক্তারকে নৃশংসভাবে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা। ১৯ মে ২০২৬-এর এই নির্মম হত্যাকাণ্ড এবং পরবর্তীতে প্রধান আসামি সোহেল রানার জবানবন্দি ও বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে টক শোগুলোতে ব্যাপক স্ফোভ ও ‘বিচারহীনতার সংস্কৃতি’ নিয়ে আলোচনা হয়। আরেকটি বড় নীতিনির্ধারণী বিতর্ক ছিল দেশব্যাপী হাম (Measles) সংক্রমণের প্রাদুর্ভাব, যাতে অনেক শিশুর মৃত্যু হয়। স্বাস্থ্য ও সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের গাফিলতি এবং ‘পাঁচটি চিঠি’ চালাচালি সত্ত্বেও দ্রুত পদক্ষেপ না নেওয়ার বিষয়টি টক শোগুলোতে তীব্র সমালোচনার জন্ম দেয়। এছাড়া আসন্ন বাজেট (জুন ২০২৬) প্রণয়নের পূর্বাভাস, চাঁদাবাজি প্রতিরোধ, এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ওপর কী প্রভাব ফেলবে তা ছিল আলোচনার অন্যতম মূল প্রবণতা।

সপ্তাহভিত্তিক আলোচনার বিষয়বস্তুর বিবর্তন

মে ২০২৬ মাসের চার সপ্তাহে টক শোগুলোর আলোচনার বিষয়বস্তু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনার সাথে তাল মিলিয়ে আবর্তিত ও বিবর্তিত হয়েছে :

প্রথম সপ্তাহ (১-৭ মে)

মাসের শুরুতে মূলত নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং regional রাজনীতির গতিপ্রকৃতি নিয়ে আলোচনা প্রাধান্য পায়। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ ও সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের জয় এবং ভারতীয় জনতা পার্টির

(বিজেপি) উত্থান বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কী বার্তা দিচ্ছে, তা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ চলে। একই সাথে ৫ মে 'শাপলা চত্বর হত্যাকাণ্ড'-এর অতীত তদন্ত দাবি করে আলোচনা ও জুলাই সনদের কাঠামোগত বাস্তবায়ন নিয়ে প্রাথমিক বিতর্ক শুরু হয়।

দ্বিতীয় সপ্তাহ (৮-১৪ মে)

এই সপ্তাহে জনস্বাস্থ্যের একটি বড় সংকট সামনে আসে। দেশব্যাপী হাম সংক্রমণে শিশু মৃত্যুর ক্রমবর্ধমান হার এবং স্বাস্থ্য খাতের সমন্বয়হীনতা নিয়ে তীব্র আলোচনা চলে। পাশাপাশি, সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশি নাগরিক হত্যা এবং কাঁটাতারের কূটনীতি নিয়ে জাতীয় নিরাপত্তার দিকগুলো আলোচিত হয়। একই সাথে আগামী অর্থবছরের বাজেট প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ শুরু হয়।

তৃতীয় সপ্তাহ (১৫-২১ মে)

এই সময়কালটি ছিল নতুন সরকারের ১০০ দিন পূর্তির মূল্যায়ন পর্ব। আরটিভি, এসএটিভি এবং চ্যানেল আই-এর মতো বড় চ্যানেলগুলোতে "বিএনপি সরকারের তিন মাস: সাফল্য, ব্যর্থতা ও ভবিষ্যৎ" শীর্ষক বিশেষ আলোচনা সম্প্রচারিত হয়। তবে ১৯ মে সংঘটিত শিশু রামিসা ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ড এবং ২০ মে হাম সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের উদাসীনতা প্রকাশ পাওয়ার পর আলোচনায় সুশাসন ও নাগরিক অধিকারের বিষয়টি তীব্র হয়ে ওঠে।

চতুর্থ সপ্তাহ (২২-৩১ মে)

মাসের শেষভাগে সামাজিক ন্যায়বিচার এবং অর্থনৈতিক সংকট আলোচনায় মূল স্থান দখল করে। রামিসা হত্যাকাণ্ডের রায় দ্রুত কার্যকর করার দাবি এবং "ধর্ষণের সাজা বিতর্ক" নিয়ে সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা সোচ্চার হন। এছাড়া মে মাসের শেষে আসন্ন ঈদুল আজহার অর্থনৈতিক গতিপ্রকৃতি এবং সড়কে ক্রমবর্ধমান দুর্ঘটনা ও রক্তের দাগ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি বিশ্লেষণ

মে ২০২৬ মাসের টক শোগুলোতে প্রধানত দুটি রাজনৈতিক শক্তির দ্বিমুখী অবস্থান লক্ষ করা গেছে—

রাজনৈতিক দল	প্রধান আলোচকগণ	মোট উপস্থিতি (শীর্ষ তালিকা অনুসারে)	নীতিনির্ধারণী বক্তব্য ও দলীয় এজেন্ডা
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	ড. আসাদুজ্জামান রিপন, কামরুজ্জামান রতন, নিলোফার চৌধুরী মনি, রাশেদ খান, অ্যাডভোকেট ফাহিমা নাসরিন মুন্নি	২১ বার	নতুন ক্ষমতাসীন দল হিসেবে প্রথম ১০০ দিনের সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ, স্থানীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি এবং সাংবিধানিক সংস্কারের পক্ষে আইনি প্রতিরক্ষা প্রদান।
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)	সারোয়ার তুষার, অ্যাডভোকেট হুমায়রা নূর, মনিরা শারমিন,	১৬ বার	জুলাই বিপ্লবের চেতনা রক্ষা, জুলাই সনদের শর্তহীন বাস্তবায়ন, নতুন

	তাহসিন রিয়াজ		রাজনৈতিক বন্দোবস্তের পক্ষে জনমত গঠন এবং সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ।
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	ড. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান	৪ বার	জুলাই সনদের সাথে একাত্মতা, বাকস্বাধীনতা ও স্থানীয় নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বয় নিয়ে সুচিন্তিত মতামত পেশ।
আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)	ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ	২ বার	প্রশাসনের দলীয় আনুগত্যের অবসান এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের কাঠামোগত সংস্কারের আইনি পর্যালোচনা।
বাংলাদেশ লেবার পার্টি	ড. মোস্তাফিজুর রহমান ইরান	২ বার	সমসাময়িক রাজনীতি এবং রাজনীতির গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণে জুলাই সনদের বাস্তবায়ন মূল্যায়ন।

বিশেষজ্ঞ ও পেশাজীবীদের প্রাধান্য

টক শোগুলোতে দলীয় রাজনীতিকদের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট খাতের বিশেষজ্ঞ ও পেশাজীবীদের অংশগ্রহণ এক ধরনের গুণগত ভারসাম্য রক্ষা করেছে। মে মাসে মূলত তিনটি পেশাজীবী খাতের প্রতিনিধিরা বেশি প্রাধান্য পেয়েছেন:

১. **জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ও কলামিস্ট:** সোহরাব হাসান (সম্পাদক, চর্চা ডটকম), হাসান মামুন (জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক), এ কে এম মনজুরুল ইসলাম (নির্বাহী সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রতিদিন), এবং মাহবুব আজিজের মতো অভিজ্ঞ সাংবাদিকরা দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে গিয়ে নির্মোহ বিশ্লেষণ প্রদান করেছেন।

২. **আইনজীবী ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ:** জুলাই সনদের আইনি সংস্কার এবং রামিসা হত্যাকাণ্ডের বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনার কারণে সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার ওমর ফারুক, অ্যাডভোকেট মাসুদ আহমেদ তালুকদার এবং ব্যারিস্টার আল মামুন রাসেলের মতো আইন পেশাজীবীদের প্রাধান্য অনেক বেশি ছিল।

৩. **অর্থনীতিবিদ ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক:** উত্তর-দক্ষিণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ও উন্নয়ন অর্থনীতিবিদ ড. শিবির আহমেদ বাজেট পূর্বাভাসের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রদান করেছেন। অন্যদিকে নিরাপত্তা বিশ্লেষক কর্নেল (অব.) কাজী শরিফ উদ্দিন সীমান্ত পরিস্থিতি ও জননিরাপত্তা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

ম্যারাথন আলোচক এবং 'চ্যানেল লয়্যালটি'

টক শোগুলোর আরেকটি প্রবণতা হলো কিছু আলোচকের বহুবিধ চ্যানেলে অবাধ চলাচল (যাঁদের 'ম্যারাথন আলোচক' বলা যায়) এবং কিছু আলোচকের নির্দিষ্ট চ্যানেলের প্রতি বিশেষ পক্ষপাত বা 'চ্যানেল লয়্যালটি'।

ম্যারাথন আলোচক

সারোয়ার তুষার (এনসিপি), ড. আসাদুজ্জামান রিপন (বিএনপি), এবং সোহরাব হাসান (চর্চা ডটকম) মে মাসে কোনো একটি নির্দিষ্ট চ্যানেলে সীমাবদ্ধ না থেকে একাধিক চ্যানেলে (যেমন—চ্যানেল আই, এসএটিভি, আরটিভি, এখন টিভি এবং যমুনা টিভি) সমান্তরালভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। এই ধরনের ম্যারাথন আলোচকরা নিজেদের দলীয় বা ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি দেশের আপামর জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে বহুমুখী প্রচারমাধ্যমের সুবিধা অত্যন্ত সফলভাবে ব্যবহার করেছেন।

চ্যানেল লয়্যালটি

বিপরীতভাবে, বেশ কিছু আলোচক কেবল নির্দিষ্ট দু-একটি চ্যানেলেই নিজেদের উপস্থিতি সীমাবদ্ধ রেখেছেন। যেমন—

- **সত্যজিৎ চক্রবর্তী:** তিনি একাত্তর টিভির প্রতিনিধি হওয়ায় তাঁর ৩টি উপস্থিতির সবকটিই ছিল একাত্তর জার্নালে।
- **ডা. সাখাওয়াত হোসেন সায়ন:** সাধারণ সম্পাদক, জি-নাইন। তিনি মে মাসে তাঁর ৩টি উপস্থিতির প্রতিটিই দেখিয়েছেন সময় টিভির 'সম্পাদকীয়' টক শো-তে।
- **ড. রাকিব আল হাসান:** বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক। তিনি তাঁর ৩টি উপস্থিতির সবকটিই স্টার নিউজের 'কড়া আলাপ' টক শোতে সম্পন্ন করেছেন।
- **ডাক্তার আব্দুন নূর তুষার এবং ব্যারিস্টার ওমর ফারুক:** তাঁরা দুজনেই তাঁদের ৩টি করে উপস্থিতির সবকটিই নিউজ ২৪-এর আলোচনায় সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন।

এপ্রিল ও মে মাসের (২০২৬) টক-শোর ডাটা তুলনামূলক বিশ্লেষণ

এপ্রিল মাসে গণমাধ্যমের আলোচনায় মূল মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সংস্কার, নতুন রাজনৈতিক মেরুকরণ, দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদের তাত্ত্বিক রূপরেখা এবং জুলাই সনদের ৮৪ দফা বাস্তবায়নের আইনি জটিলতার ওপর। তবে মে মাসে এসে দেশের টক-শো ডিসকোর্সে এক গুণগত রূপান্তর ঘটে। মে মাসে সরকারের প্রায় ১০০ দিন বা তিন মাস পূর্তিতে টক-শোগুলো কেবল সংবিধান সংশোধনের তাত্ত্বিক বাহাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সরকারের বাস্তব সাফল্য-ব্যর্থতা, দেশব্যাপী হাম সংক্রমণের প্রাদুর্ভাব ও শিশু মৃত্যু, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি এবং আঞ্চলিক ও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মতো মাঠপর্যায়ের প্রায়োগিক নীতিনির্ধারণী বিষয়গুলোর ওপর কড়া নজরদারি প্রতিষ্ঠা করে। একই সাথে ২০২৫ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারিতে ছাত্র-নেতৃত্বাধীন প্রথম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা 'জাতীয় নাগরিক পার্টি' (এনসিপি)-এর রাজপথের তৎপরতা এবং সহযোগী সংগঠনগুলোর বিস্তার দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক আলোচনার গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে জোরালো ভূমিকা পালন করে।

এপ্রিল মাসে টক-শো ডিসকোর্সে এনসিপি-র তরুণ ও বিপ্লবী ভাবধারার নেতাদের আধিপত্য ছিল, যেখানে সারোয়ার তুষার ১০ বার উপস্থিত থেকে তালিকার শীর্ষে অবস্থান করছিলেন। তবে মে মাসে এসে প্রবীণ ও সাবেক সংসদ সদস্য এবং বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক গোলাম মাওলা রনি ১২ বার উপস্থিতির মাধ্যমে তালিকার শীর্ষে উঠে আসেন।

মূল নীতিনির্ধারণী আলোচনার বিবর্তন ও তুলনামূলক রূপরেখা

এপ্রিল এবং মে মাসের সামগ্রিক আলোচনার বিষয়ের মধ্যে এক বড় ধরনের রূপান্তর লক্ষ করা গেছে। এপ্রিলে যে বিষয়গুলো ছিল প্রধানত নীতিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা কেন্দ্রিক, মে মাসে তা রূপান্তরিত হয় সুনির্দিষ্ট জনগুরুত্বপূর্ণ জাতীয় এবং আঞ্চলিক সংকটে।

জুলাই সনদ এবং সাংবিধানিক সংস্কারের বিতর্ক

২০২৫ সালের ১৭ অক্টোবর জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় জাতীয় ঐকমত্য কমিশন এবং ২৬টি রাজনৈতিক দলের সম্মতিতে স্বাক্ষরিত 'জুলাই জাতীয় সনদ' ছিল এপ্রিল মাসের আলোচনার অন্যতম মূল মেরুদণ্ড। এই সনদের ৮৪ দফা সংস্কার প্রস্তাবের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনর্গঠন, ১০০ সদস্য বিশিষ্ট দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদ ও উচ্চ কক্ষ গঠন এবং প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার প্রস্তাব ছিল অন্যতম। ১২ ফেব্রুয়ারির গণভোটে মোট ৬ কোটি ৯১ লক্ষ ৮৬ হাজার ২১১টি বৈধ ভোটের মধ্যে ৪ কোটি ৭২ লক্ষ ২৫ হাজার ৯৮০টি 'হ্যাঁ' ভোট পড়েছিল।

এপ্রিলের টক-শোগুলোতে এই গণভোটের আইনি বৈধতা এবং জুলাই সনদের ৮৪ দফা বাস্তবায়নে সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা নিয়ে তীব্র বিতর্ক চলে। বিশেষ করে বিএনপি জুলাই সনদের কয়েকটি বিষয়ে আপত্তি তুলেছিল এবং ঘোষণাপত্রটিকে প্রস্তাবনায় না রেখে চতুর্থ তফসিলে রাখার পক্ষপাতী ছিল। সিপিবি, বাসদ এবং জেএসডি-র মতো বামপন্থী দলগুলো জুলাই সনদে স্বাক্ষর করা থেকে বিরত থাকায় এই বিতর্কের মেরুকরণ আরও বৃদ্ধি পায়। মে মাসে এসে এই বিতর্ক নীতিনির্ধারণী স্তর থেকে সরাসরি প্রয়োগিক স্তরে রূপান্তরিত হয়। মে মাসে সরকারের ১০০ দিন বা তিন মাস পূর্তিতে আরটিভি, এসএটিভি এবং চ্যানেল আই-তে "বিএনপি সরকারের তিন মাস: অর্জন ও জুলাই সনদের সঠিক বাস্তবায়ন" নিয়ে তীব্র বিতর্ক চলে, যেখানে সরকারের ধীরগতির সমালোচনা করা হয়।

জনস্বাস্থ্য বিপর্যয় ও হামের ভয়াবহ প্রাদুর্ভাব

এপ্রিল মাসে মূলত চ্যানেল ২৪-এ ডা. সাখাওয়াত হোসেন সায়েন্সের মাধ্যমে "দুই দশকে হামে সর্বোচ্চ মৃত্যু" শীর্ষক আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি আলোচিত হয়। মে মাসে এসে এই স্বাস্থ্য সংকট একটি জাতীয় বিপর্যয়ের রূপ নেয়। ১৫ মার্চ থেকে ১৫ জুনের মধ্যে দেশব্যাপী হাম ও এর উপসর্গে ৬৫২ জন শিশুর মৃত্যু হয় এবং ৭০,৫৭৯ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়। নিশ্চিত রোগীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৯,১৩৬ জনে।

টক-শোর আলোচনায় এই মহামারীর ঐতিহাসিক উৎস চিহ্নিত করতে গিয়ে দেখা যায়, ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলা রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ঘন ঘন ধর্মঘটের কারণে প্রতি ৪ বছর অন্তর আয়োজিত স্বাভাবিক গণটিকাদান কর্মসূচি ব্যাহত হয়েছিল। এই অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে সৃষ্ট স্বাস্থ্য বিপর্যয়কে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের গাফিলতি এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সমন্বয়হীনতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। মে মাসে এখন টিভির 'এখন প্রকাশ' এবং নিউজ ২৪-এর টক-শোগুলোতে হামে শিশু মৃত্যুর খতিয়ান এবং সরকারের দ্রুত পদক্ষেপ না নেওয়ার বিষয়টি কঠোর সমালোচনার জন্ম দেয়। বগুড়া, ঢাকা, সিলেট ও চট্টগ্রামের মতো হটস্পটগুলোতে টিকাদান ত্বরান্বিত করার দাবি ওঠে।

সামাজিক নিরাপত্তা ও রামিসা ধর্ষণ-হত্যাকাণ্ড

এপ্রিল মাসের আলোচনায় অর্থনৈতিক অপরাধ এবং ব্যাংকিং খাতের অনিয়ম প্রাধান্য পেলেও, মে মাসের

শেষার্ধে আইন-শৃঙ্খলা এবং সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টি এক চরম ট্র্যাজেডির মাধ্যমে সামনে আসে। ১৯ মে ২০২৬-এ পল্লবীতে ৮ বছরের শিশু রামিসা আক্তারকে ধর্ষণের পর নির্মমভাবে হত্যার ঘটনা ঘটে। এই ঘটনার প্রতিবাদে ঢাকা, মিরপুর, রংপুর এবং কুবিতে (কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়) ব্যাপক ক্ষোভ ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

মে মাসের চতুর্থ সপ্তাহে আরটিভি, এসএটিভি এবং সময় টিভিতে "ধর্ষণের সাজা বিতর্ক" এবং "বিচারহীনতার সংস্কৃতি" নিয়ে তীব্র আলোচনা চলে। টক-শোর তীব্র সামাজিক চাপের কারণে আইনমন্ত্রী ৭ দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন পেশের নির্দেশ দিতে বাধ্য হন এবং প্রধানমন্ত্রী নিজে নিহত শিশুর পরিবারের সাথে দেখা করেন। ৭ জুন ২০২৬-এ ঢাকা মহানগর শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনাালের বিচারক মাসরুর সালেকীন কর্তৃক রায় ঘোষণার দিন ধার্য হওয়া প্রমাণ করে যে, গণমাধ্যমের আলোচনায় সামাজিক ইস্যুর উপস্থাপন কতটা দ্রুত রাষ্ট্রীয় যন্ত্রকে গতিশীল করতে পারে।

আঞ্চলিক রাজনীতি এবং দ্বিপাক্ষিক কূটনীতি

মে মাসে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ভবিষ্যৎ টক-শোর আলোচনার একটি বড় স্রোতে পরিণত হয়। বিশেষ করে সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের জয় হলেও বিজেপির ১৯৫টি আসনে এগিয়ে থাকার ঐতিহাসিক অগ্রযাত্রা এবং পশ্চিমবঙ্গের ৬০ লাখেরও বেশি নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার ঘটনাটিকে (যা মোট ভোটারের প্রায় ৮.৫৭%) 'বাংলাদেশ ফ্যাক্টর' ও অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিতকরণের প্রয়াস হিসেবে টক-শোগুলোতে বিশ্লেষণ করা হয়। একই সাথে সীমান্তে কাঁটাতারের কূটনীতি ও সড়ক দুর্ঘটনা বৃদ্ধির মতো বিষয়গুলো মে মাসের শেষ সপ্তাহে আলোচনার গতি নির্ধারণ করে।

চ্যানেল-ভিত্তিক এজেন্ডা ও টপিক তুলনামূলক ম্যাট্রিক্স

সম্পাদকীয় নীতি এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের পেশাগত পরিচয়ের ভিত্তিতে প্রতিটি টেলিভিশন চ্যানেলের নিজস্ব আলোচনা সাজানোর ধরন ভিন্ন ছিল। নিচে এপ্রিল ও মে ২০২৬-এর চ্যানেল-ভিত্তিক টপিক এবং বিশেষজ্ঞ প্রাধান্যের একটি সামগ্রিক তুলনামূলক ছক উপস্থাপন করা হলো:

চ্যানেল	এপ্রিল ২০২৬-এর প্রধান বিষয়বস্তু	মে ২০২৬-এর প্রধান বিষয়বস্তু	প্রাধান্য পাওয়া আলোচক ও বিশেষজ্ঞ
চ্যানেল আই	জ্বালানি সংকট, আন্তর্জাতিক যুদ্ধ, অর্থনীতি ও আবাসন শিল্প	সুশাসন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাজনীতি, ভূমি ব্যবস্থাপনা ও আইন-শৃঙ্খলা	মোল্লা এম আমজাদ হোসেন, কর্নেল (অব.) কাজী শরিফ উদ্দিন, সৈয়দ নাসির
একাত্তর টিভি	দৈনিক রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ ও প্রথাগত রাজনৈতিক নেতাদের বিতর্ক	পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন, স্বাস্থ্য সংকট ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা	সোহরাব হাসান, সত্যজিৎ চক্রবর্তী, নিলোফার চৌধুরী মনি, রাশেদ খান

এখন টিভি	অর্থনৈতিক সংস্কার, দুর্নীতি ও ব্যাংক লুটপাট (এস আলম গ্রুপ)	জাতীয় বাজেট পূর্বাভাস (জুন ২০২৬), কোরবানির পশু আমদানি ও কোরবানির অর্থনীতি	ড. মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন সিদ্দিকী, হাসান মামুন, রুহিন হোসেন প্রিন্স
সময় টিভি	সংবিধান সংস্কার, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক	সরকারের ১০০ দিন পূর্তির প্রত্যাশা, স্থানীয় নির্বাচনের ট্রাম্প কার্ড, ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি বিতর্ক	মাসুদ কামাল, সারোয়ার তুষার, গোলাম মাওলা রনি, ডা. সাখাওয়াত হোসেন সায়নু
চ্যানেল ২৪	সংস্কারে সংশয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও জনস্বাস্থ্য (হামের সূচনা)	পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন, আমলাতন্ত্রের সংস্কার, অক্ষরে অক্ষরে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন	আশরাফ কায়সার, ডা. সাখাওয়াত হোসেন সায়নু, আবু আলম মো. শহিদ খান
যমুনা টিভি	সরকারের নীতি বাস্তবায়ন, সংসদ বনাম রাজপথ এবং বিরোধী দলের ভূমিকা	সড়কের রক্তের দাগ (দুর্ঘটনা), সীমান্ত হত্যা, কাঁটাতারের কূটনীতি ও ঈদযাত্রা	ফজলে হুদা বাবুল, ড. রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধা, অ্যাডভোকেট ফাহিমা নাসরিন মুন্নি
জি টিভি	সরকারের ৬০ দিনের কার্যক্রমের পর্যালোচনা ও "ভালো মব, খারাপ মব" বিতর্ক	মে মাসের মনিটরিং ডাটাবেজে এই প্ল্যাটফর্মটি অন্তর্ভুক্ত ছিল না	শরিফুজ্জামান শরিফ, মনিরা শারমিন, রেজাউল করিম রনি
এসএটিভি	এপ্রিলের মনিটরিং তালিকায় এই প্ল্যাটফর্মটি ছিল না	জুলাই সনদ বাস্তবায়ন, বাকস্বাধীনতা, আইনের শাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর সংস্কার	জাহিদুর রহমান খান (সঞ্চালক), ড. আসাদুজ্জামান রিপন, ড. আব্দুল মান্নান
আরটিভি	এপ্রিলের মনিটরিং তালিকায় এই প্ল্যাটফর্মটি ছিল না	নতুন সরকারের ৩ মাসের অর্জন মূল্যায়ন, শিশু রামিসা ধর্ষণ-হত্যাকাণ্ডের দ্রুত বিচার	ড. তৌহিদুল হক, সোহরাব হাসান, ড. আসাদুজ্জামান রিপন

নিউজ ২৪	এপ্রিলের মনিটরিং তালিকায় এই প্ল্যাটফর্মটি ছিল না	কিচেন ক্যাবিনেট, সংবিধানে জুলাই সনদের আইনি অন্তর্ভুক্তি, বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস	গোলাম মাওলা রনি, ডাক্তার আব্দুন নূর তুষার
স্টার নিউজ	এপ্রিলের মনিটরিং তালিকায় এই প্ল্যাটফর্মটি ছিল না	চবিশশের অভ্যুত্থানের রেজিমের বদল বিতর্ক, আমলাতন্ত্রের দলীয় আনুগত্যের অবসান	ড. রাকিব আল হাসান, তাহসিন রিয়াজ

রাজনৈতিক দলভিত্তিক উপস্থিতির গতিপ্রকৃতি ও কৌশলগত পরিবর্তন

এপ্রিল ও মে মাসে দেশের প্রধান রাজনৈতিক শক্তিগুলোর মিডিয়া এজেন্ডায় একটি উল্লেখযোগ্য রূপান্তর দেখা গেছে। মূলত ২০২৫ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারিতে প্রতিষ্ঠিত প্রথম ছাত্র-নেতৃত্বাধীন দল 'জাতীয় নাগরিক পার্টি' (এনসিপি) এবং ঐতিহ্যবাহী শক্তি বিএনপির মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই টক-শোগুলোতে ফুটে উঠেছে।

এনসিপি-র রাজনৈতিক অবস্থান ও কৌশল এপ্রিলে ছিল প্রধানত 'ফ্যাসিবাদের পুনরাবৃত্তি রোধ' এবং 'দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র' গড়ে তোলার মতো তাত্ত্বিক আলোচনায় সীমাবদ্ধ। কিন্তু মে মাসে এসে এনসিপি-র সহযোগী সংগঠন যেমন জাতীয় ছাত্রশক্তি, জাতীয় শ্রমিক শক্তি, জাতীয় যুবশক্তি ও জাতীয় নারীশক্তির আত্মপ্রকাশ দলটির পেশাভিত্তিক রাজনৈতিক ভিত মজবুত করার কৌশলকে নির্দেশ করে। এনসিপি মে মাসে টক-শোগুলোতে ১৬ বার উপস্থিত থেকে জুলাই বিপ্লবের চেতনা অক্ষুণ্ণ রাখা এবং সরকারের যেকোনো আপসমূলক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নাগরিক নজরদারি নিশ্চিত করার বিষয়ে সোচ্চার ছিলো।

বিপরীতভাবে, ক্ষমতাসীন বিএনপি এপ্রিলে সংসদীয় রাজনীতিতে নারীদের হিস্যা এবং সরকারের প্রথম ৬০ দিনের ভিত্তিমূল রক্ষার চেষ্টা করে। মে মাসে তাদের প্রতিনিধিরা (২১ বার উপস্থিতি) মূলত প্রথম ১০০ দিনের শাসনতান্ত্রিক সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং স্থানীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি ডিফেন্ড করতে ব্যস্ত ছিলেন। জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধি ড. মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান মে মাসে ৪ বার উপস্থিত থেকে বাকস্বাধীনতা এবং নাগরিক নিরাপত্তার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন, যা তাদের আগের তাত্ত্বিক বয়ান থেকে অনেক বেশি নাগরিক-কেন্দ্রিক ছিল।

জেন্ডার রিপ্রেজেন্টেশনের বৈষম্যমূলক ধারাবাহিকতা

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি হলো নীতিনির্ধারণী সংলাপে নারী ও পুরুষের সমতা নিশ্চিত করা। তবে এপ্রিল ও মে মাসের ডাটা নির্দেশ করে যে, দেশের গণমাধ্যমগুলো এই সমতা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে।

এপ্রিল মাসে অল্প সংখ্যক নারীরা টক-শোতে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত হতে পেরেছিলেন, যাদের মধ্যে মনিরা শারমিন (০৫ বার) ও হুমায়রা নূর (০৩ বার) ছিলেন এনসিপির প্রতিনিধি। মে মাসেও এই ধারা অব্যাহত থাকে, যেখানে পুরুষ আলোচকদের সংখ্যা ছিল ৪০ জনেরও বেশি। এই ধারা প্রমাণ করে যে, নীতিনির্ধারণী সংলাপে নারী বিশেষজ্ঞদের (যেমন—অর্থনীতিবিদ, কর আইনজীবী বা ভূ-রাজনৈতিক বিশ্লেষক) অংশগ্রহণের ক্ষেত্রটি এখনো যথেষ্ট সংকুচিত ও অবহেলিত।

মে মাসে সঞ্চালনা ও উপস্থাপনার জেন্ডারভিত্তিক ডাটা আরও বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরে। মোট ২৪১টি পর্বের মধ্যে ১৭৪টি পর্ব (৭২.২০%) পুরুষ উপস্থাপকদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে, যেখানে ফারাবী হাফিজ (১৯টি) এবং জাহিদুর রহমান খান (১৯টি) এগিয়ে ছিলেন। নারী উপস্থাপকগণ ৬৭টি পর্ব (২৭.৮০%) সঞ্চালনা করেছেন, যার মধ্যে ফারনাজ জুই নিউজ ২৪-এর সবকটি (২৬টি) পর্ব এককভাবে পরিচালনা করেন।

ম্যারাথন আলোচক এবং 'চ্যানেল লয়্যালটি'র প্রাতিষ্ঠানিক প্রবণতা

মিডিয়া হাউজগুলোর নির্দিষ্ট কিছু পরিচিত মুখের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা উভয় মাসেই এক স্থায়ী প্রবণতা হিসেবে পরিলক্ষিত হয়েছে। একই দিনে একাধিক ভিন্ন চ্যানেলে অংশ নেওয়া ম্যারাথন আলোচক এবং নির্দিষ্ট চ্যানেলের প্রতি আনুগত্য বা লয়্যালটি টক-শোগুলোর বৈচিত্র্য নষ্ট করছে।

এপ্রিল মাসে সারোয়ার তুষার, মাসুদ কামাল এবং ফজলে হুদা বাবুল একই দিনে একাধিক চ্যানেলের টক-শোতে অংশ নিয়েছিলেন। মে মাসে এই প্রবণতা আরও বাড়তে দেখা যায়। সারোয়ার তুষার ও ড. আসাদুজ্জামান রিপনের মতো আলোচকেরা যমুনা টিভি, এসএটিভি, চ্যানেল আই এবং স্টার নিউজে সমান্তরালভাবে অংশগ্রহণ করেন।

একইভাবে, চ্যানেল লয়্যালটির ক্ষেত্রে মে মাসের ডাটা দেখায় যে, কিছু আলোচক নির্দিষ্ট চ্যানেলের বাইরে অংশ নেননি। যেমন—সত্যজিৎ চক্রবর্তী তাঁর ৩টি উপস্থিতির সবকটিই একান্তর টিভিতে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। ডা. সাখাওয়াত হোসেন সায়ম্ব মে মাসে ৩টি উপস্থিতির প্রতিটিই সময় টিভির 'সম্পাদকীয়' টক শো-তে দেখিয়েছেন। ডাক্তার আব্দুন নূর তুষার এবং ব্যারিস্টার ওমর ফারুক তাঁদের ৩টি করে উপস্থিতির সবকটিই নিউজ ২৪-এর আলোচনায় সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন।

মনিটরিং করেছে: ফাহিম হাসান, আবু-বকর ও সাবরিনা রহমান সিমলা
বিশ্লেষণ: তানভির আলম রিফাত